Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৩ বৈশাখ ১৪৩৩

DU in Media

16 April 2026

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ঢাবির নতুন উপ-উপাচার্যের যোগদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বা উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) হিসেবে যোগদান করেছেন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম। গতকাল বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যোগদান অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম নব-নিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরকে স্বাগত জানান। এ সময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কলা অনুষদের

ডিন অধ্যাপক ড. আবুল কালাম সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের আলো

নতুন ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেনকে বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর প্রথম সংবিধির ১৭(২) ধারা অনুযায়ী তাকে বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ দেন। সম্প্রতি বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) পদে নিয়োগ লাভ করায় পদটি শূন্য হয়।

The New Nation

DU gets new Pro-VC Abdus Salam

City Desk

Prof. Abdus Salam of the Department of Chemistry has joined as the Pro-Vice Chancellor (Education) of University of Dhaka (DU).

The government appointed him to the post on April 13 with the approval of President and Chancellor of the universities.

On the occasion of his joining a programme was held at Abdul Matin Chowdhury Virtual Classroom of the university on Wednesday, reports BSS.

Vice-Chancellor Prof. A B M Obaidul Islam welcomed the new Pro-Vice Chancellor and expressed firm commitment to working together for overall development of the university.

Praising the academic competence and experience of Prof. Salam, he hoped that the university's education system would further advance under his leadership.

The VC said incorrect decisions in previous years had hindered expected progress in some cases. He called upon teachers, officers, and staff to ensure transparency and accountability in all areas of the administration.

Pro-Vice Chancellor (Admin) Prof. Dr. Saima Haque Bidisha hoped that the appointment of Abdus Salam would bring new momentum in education and research.

Prof. Abdus Salam said he is honoured with the responsibility bestowed on him by the government. He sought everyone's cooperation to discharge his duties properly.

Addressing the function the Vice-Chancellor expressed grief as a BRTC bus carrying university students met accident, injuring many of them. He wished their speedy recovery.

ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম নব-নিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে স্বাগত জানান। –প্রেস বিজ্ঞপ্তি

The Country Today

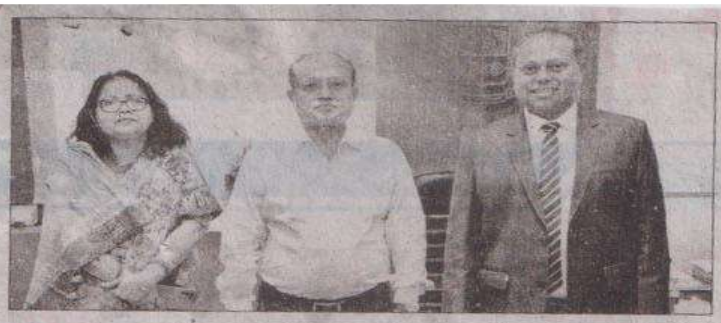

Prof Dr Abdus Salam joins as new Pro-VC Education at DU

DU Correspondent

Professor Dr. Abdus Salam, Department of Chemistry, Dhaka University, has been appointed as the Pro-Vice Chancellor (Education) of Dhaka University.

With the approval of the Honorable President and Chancellor, in accordance with Article 13 (1) of the Dhaka University Order, 1973, Prof Dr. Abdus Salam was appointed as the Pro-Vice Chancellor (Education) on Monday.

After being appointed, Prof Dr. Abdus Salam joined Dhaka University as the Pro-Vice Chancellor (Education) in a ceremony organized at Professor Abdul Matin Chowdhury Virtual Classroom on Wednesday morning, April 15, 2026. At this time, Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. ABM Obaidul Islam, Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr. Saima Haque Bidisha, Dean of the Faculty of Arts Professor Dr. Abul Kalam Sarkar, along with deans of various faculties, provosts of various halls, chairmen of various departments, directors of various institutes and a large number of teachers and officials of the university were present.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৩ বৈশাখ ১৪৩৩

DU in Media

16 April 2026

আমাদের বার্তা

ঢাবি প্রাণিবিদ্যা বিভাগে সংস্কার করা মিলনায়তন উদ্বোধন

■ আমাদের বার্তা প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সংস্কার করা 'প্রফেসর ড. মাহমুদ-উল আমীন মিলনায়তন' উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি থেকে এই মিলনায়তন উদ্বোধন করেন। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের নিজস্ব অর্থায়নে এই মিলনায়তন সংস্কার করা হয়। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শেফালী বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন

অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক বিশেষ বক্তব্য দেন। মিলনায়তন উদ্বোধনী কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. রওশন আরা বেগম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ছাত্র উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক ড. নৌশিন পারভীন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের নিজস্ব অর্থায়নে এই মিলনায়তন সংস্কার একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই মিলনায়তন সংস্কারের ফলে বিভাগে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও সম্মেলন আয়োজন করা সম্ভব হবে।

The Financial Express

DU signs MoU with China's SCSIO

DU CORRESPONDENT

Dhaka University (DU) recently signed a memorandum of understanding (MoU) with South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO) to strengthen strategic maritime cooperation between Bangladesh and China. DU Vice-Chancellor (VC) ABM Obaidul Islam and SCSIO Director-General Chaolun Li signed the agreement at SCSIO's Nansha campus in China, a statement said. The MoU was initiated jointly by the International Center for Ocean Governance and the State Key Laboratory of Oceanography under SCSIO. The agreement is expected to establish a formal framework for collaboration in research, faculty and student exchange, and joint scientific initiatives.

The Country Today

Inter-university hockey competition begins at DU

DU Correspondent

The inter-university hockey competition with the theme 'Friendship in the University Sports Ground' has started on Wednesday at the Physical Education Center, Dhaka University. Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Admin) Prof Dr. Saima Haque Bidisha inaugurated the 4-day competition as the chief guest. At this time, Physical Education Center Advisor Prof Dr. SM Mostafa Al Mamun, University Hockey and Tennis Committee President Prof Dr. Md. Sharif Hossain, DUCSU VP Sadiq Kayem, Sports Secretary Arman Hossain and students were present.

The Country Today

Prof Dr. Md. Mofazzal Hossain new Dean of DU Science Faculty

DU Correspondent

Professor Dr. Md. Mofazzal Hossain, Department of Chemistry, Dhaka University has been appointed as the Acting Dean of the Faculty of Science on Wednesday,

Vice-Chancellor Prof Dr. A.B.M. Obaidul Islam appointed him as the Acting Dean of the Faculty of Science in accordance with Section 17(2) of the First Statute of the Dhaka University Order, 1973.

This appointment will be effective from April 15, 2026 and will remain in effect for a maximum of 90 (ninety) days or until the elected Dean assumes office (whichever occurs first).

নয়াদিগন্ত

ঢাবি বিজ্ঞান অনুষদের নতুন ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মোফাজ্জল হোসেনকে বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর প্রথম সংবিধির ১৭(২) ধারা অনুযায়ী তাকে বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ দেন।

এই নিয়োগ ১৫ এপ্রিল হতে কার্যকর হবে এবং অনধিক ৯০ (নব্বই) দিন অথবা নির্বাচিত ডিন দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত (যেটি আগে ঘটবে) বহাল থাকবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি চ্যান্সেলর (শিক্ষা) পদে নিয়োগ লাভ করায় পদটি শূন্য হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ডিন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৩ বৈশাখ ১৪৩৩

DU in Media

16 April 2026

দেশ রুপান্তর

এলোরে বৈশাখ...

'নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার'—এ প্রতিপাদ্যে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বের হয় বৈশাখী শোভাযাত্রা। বর্ণাঢ্য এ শোভাযাত্রাটি জাদুঘর মোড় ঘুরে টিএসসি, দোয়েল চত্বর ও বাংলা একাডেমি হয়ে আবার চারুকলায় ফিরে শেষ হয় —সাহাদাত পারভেজ

শান্তি-সম্প্রীতির বার্তায় বর্ণিল বর্ষবরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

উচ্ছ্বাসমুখর আয়োজনে নতুন বছর ১৪৩৩ বঙ্গাব্দকে স্বাগত জানাল বাংলাদেশ। গত মঙ্গলবার পহেলা বৈশাখ এক সর্বজনীন উৎসবে শরিক হন 'ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব জনগোষ্ঠীর মানুষ। রাজধানী ঢাকায় বর্ণিল আয়োজনের পাশাপাশি সারা দেশে ছিল নানামাত্রিক অনুষ্ঠানমালা। শুধু বাংলাদেশ নয়, নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কয়ার ও জ্যাকসন হাইটসসহ বিশ্বের দেশে দেশে যেখানে ছড়িয়ে আছে বাঙালিরা, সেখানেই উচ্ছলতায় আনন্দে স্বাগত জানানো হয়েছে নতুন বছরকে। দেশের পার্বত্যাঞ্চল ও সমতলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষও নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষ উদযাপন করেছে। বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিতে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বর্ণিল আয়োজনে ঘোষিত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়। অশুভ শক্তি প্রতিহত করে ভয়মুক্ত পরিবেশে দেশজ সংস্কৃতি লালনের লক্ষ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানগুলো থেকে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই রমনার বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বৈশাখী আয়োজন। রাজধানীবাসীর বর্ষবরণের আরেক অন্যতম অনুষঙ্গ 'বৈশাখী শোভাযাত্রা' বের হয় সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে। অন্যদিকে রাজধানীর ধানমন্ডির ২৭ নম্বরে বর্ষবরণ পর্ষদ আয়োজন করে বর্ণিল 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজন করা হয় 'হাজার কণ্ঠে বর্ষবরণ' অনুষ্ঠান। এ রকম রাজধানীজুড়ে ছিল বহুমাত্রিক আয়োজন। রাজধানী ঢাকা উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ, হাতিরঝিল, ধানমন্ডি-গুলশান-বনানী লেকপার বিকালের দিকে বর্ণিল পোশাক পরা মানুষের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে।

ভেপসা গরমে অস্বস্তি নিয়েই মানুষ অনুষ্ঠানমালায় অংশ নেয়। তবে সূর্যের তাপ কিছুটা কমে এলে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরে-বেরিয়ে দিনটি উপভোগ করেন। যদিও বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের কারণে প্রশাসনের নির্দেশনা অনুসারে সন্ধ্যার পরই অনুষ্ঠানমালা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ >

অ্যালবাম : এলোরে বৈশাখ পৃষ্ঠা ৬

শান্তি সম্প্রীতির বার্তায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধ হয়ে যায়। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বর্ষবরণের নানা আয়োজনের মধ্যে– জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দল, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আয়োজন ছিল উল্লেখযোগ্য।

বিকেলে শোভাযাত্রা করে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। 'দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদ'র ব্যানারে রাজধানীতে বৈশাখী শোভাযাত্রা করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

ঢাবি চারুকলার 'বৈশাখী শোভাযাত্রা' : 'নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান' প্রতিপাদ্যে সকালে বর্ণিল 'বৈশাখী শোভাযাত্রা' বের হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা অনুষদ থেকে। এটি শাহবাগ ঘুরে টিএসসি-দোয়েল চত্বর হয়ে ফিরে আসে। ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ও সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এতে নেতৃত্ব দেন।

এবারের শোভাযাত্রার প্রধান মোটিফ ছিল পাঁচটি। এর মধ্যে নতুনের সূচনা ও অন্ধকার বিনাশের প্রতীক হিসেবে ছিল– 'মোরগ', যা গণতান্ত্রিক ভোরের প্রতীক। লোকজ ঐতিহ্য ও শক্তির প্রতীক হিসেবে– 'হাতি', গ্রামীণ স্মৃতি জাগানিয়া টেপা পুতুলের আকৃতির– 'ঘোড়া', শান্তি ও সহাবস্থানের বারতার প্রতীক– 'পায়রা' এবং বাউল সংস্কৃতির সংহতি ও তাদের ওপর হামলার প্রতিবাদ স্বরূপ 'দোতারা'। আরও ছিল পাঁচটি পটচিত্র। যেসব পটচিত্রে সুন্দরবনের 'দেবী বনবিবি', সম্রাট আকবর, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, গাজীর পট এবং মনসামঙ্গলের 'বেহুলা'র চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়।

এ ছাড়া ১৫০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল পেইন্টিং এবং বাঘ, মাছ, ময়ূর ও হরিণ শাবকের প্রতিকৃতির পাশাপাশি 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু বলাৎকারের বিরুদ্ধে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলো', 'বাঁচাও সুন্দরবন', 'ফসলের লাভজনক মূল্য দাও', 'ফ্রি প্যালেস্টাইন', 'গণহত্যাকারীদের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করো', 'মুক্ত করো ভয়' ও 'মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করো'সহ নানা স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড এবারের শোভাযাত্রাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে নানা ধরনের প্ল্যাকার্ড ও রঙিন মুখোশ, শোভাযাত্রাকে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর করে তোলে। ঢাকের তালে তালে এগিয়ে চলা এই শোভাযাত্রা বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটায়।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্য, কৃষক, জেলে ও ঢোলবাদকদের অংশগ্রহণ শোভাযাত্রায় ভিন্নমাত্রা যোগ করে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য ছাড়াও সাধারণ মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

শোভাযাত্রা ঘিরে ছিল কয়েক স্তরের কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা। শুরুতে ছিল পুলিশের অশ্বারোহী দল। এরপর পর্যায়ক্রমে ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, জাতীয় পতাকা হাতে প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী, রোভার স্কাউটসহ প্রস্তুতিরিয়াল টিম।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৩ বৈশাখ ১৪৩৩

DU in Media

16 April 2026

কালের কণ্ঠ

বর্ষবরণ | বাংলা বর্ষবরণের অন্যতম আকর্ষণ বৈশাখী শোভাযাত্রা। এতে অংশ নেন সব বয়সী মানুষ। শোভাযাত্রায় ছিল পাঁচটি প্রধান প্রতীক বা মোটিফ—মোরগ, হাতি, পায়রা, দোতারা ও ঘোড়া। মঙ্গলবার সকালে চারুকলা অনুষদের সামনে। আরো ছবি ও খবর ▶ পৃষ্ঠা ৩ ছবি : মঞ্জুরুল করিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাবরের মতো 'বৈশাখী শোভাযাত্রা' ছিল বর্ষবরণের মূল আকর্ষণ। 'নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান' প্রতিপাদ্যে দিনব্যাপী আয়োজন রঙিন করে তোলে পুরো এলাকা। চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রা শাহবাগ থানা, টিএসসি মোড়, দোয়েল চত্বর ও বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ঘুরে পুনরায় চারুকলায় এসে শেষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, দেশি-বিদেশি অতিথি ও কূটনীতিকরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

এবারের শোভাযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ ছিল পাঁচটি বিশাল মোটিফ—মোরগ, বেহালা, পায়রা, হাতি ও ঘোড়া। নতুন দিনের বার্তা, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে এসব উপস্থাপনা বাঙালির বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের তালে জাতীয় সংগীত, 'এসো হে বৈশাখ' পরিবেশনা ও জাতীয় পতাকা বহন শোভাযাত্রায় যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। এ ছাড়া শোভাযাত্রায় আদিবাসী সম্প্রদায়, কৃষক, জেলে ও ঢোলবাদকদের অংশগ্রহণ এর বৈচিত্র্য ও উৎসবের আমেজকে আরো বাড়িয়ে তোলে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করা মানুষ জানায়, করোনাভাইরাস মহামারি ও রমজানের কারণে কয়েক বছর শোভাযাত্রার প্রাণচাঞ্চল্য কিছুটা ম্লান থাকলেও এ বছর চিরচেনা রূপ দেখা গেছে। শিক্ষার্থীদের মতে, দীর্ঘদিন পর তারা এই শোভাযাত্রার প্রকৃত প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে পেরেছে। এবারের শোভাযাত্রা ও আয়োজনে সমসাময়িক নানা ইস্যুও উঠে এসেছে। 'ফ্রি প্যালেস্টাইন', 'বাঁচাও সুন্দরবন', 'শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ করো'—এসব প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সচেতনতার বার্তা দেয়।

রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের আয়োজন : রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন দল নিজস্ব ব্যানারে শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে প্রথমবারের মতো বৈশাখী শোভাযাত্রা করেছে জামায়াতে ইসলামী। দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদের ব্যানারে প্রেস ক্লাব থেকে রমনা পর্যন্ত এই শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন সংসদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন।

বাংলামোটর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তাদের 'নাগরিক বর্ষবরণ' অনুষ্ঠানে বাউলগান ও বায়োস্কোপের আয়োজন রাজধানীবাসী উপভোগ করে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনও বর্ষবরণে অংশ নেয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে মঞ্চতুরে পুতুলনাচ, লাঠিখেলা ও লোকসংগীত পরিবেশিত হয়। অন্যদিকে জাতীয় ছাত্র শক্তি আয়োজন করে পালাগান। ডাকসু আয়োজিত বায়োস্কোপ প্রদর্শনীতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস তুলে ধরা হয়।

বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে ছিল বৈশাখী উৎসব : রাজধানীর বর্ষবরণের আয়োজন কেবল রমনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, ঢাকার বিভিন্ন বিনোদনকেন্দ্র—চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, জিয়া উদ্যান, রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, হাতিরঝিল, লালবাগ কেল্লা সবখানেই ছিল মানুষের ঢল। নতুন বছরের ছুটিতে বিকেলের পর পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘুরতে বের হয় নগরবাসী। কেউ মেলায় কেনাকাটা, কেউ বা সেলফি আর আড্ডায় মেতে ওঠে। অনেক জায়গায় পান্তা-ইলিশের প্রথাগত ভোজের পাশাপাশি যুদ্ধবিরোধী গান ও কবিতার আসরও বসেছিল।

বিশেষ করে পুরান ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিলে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। শিশুদের গান ও নৃত্যে মেতে ওঠে দর্শনার্থীরা। একই সঙ্গে পান্তাভাত ও মাছের আয়োজন ছিল দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ।

বাংলা নববর্ষ উদযাপনে গুলশান সোসাইটির উদ্যোগে গুলশানের লেক পার্কে বসে পহেলা বৈশাখের মেলা। এতে বিভিন্ন দূতাবাসের সদস্যরা ছিলেন।

আমাদের সময়

পহেলা বৈশাখে ঢাবি চারুকলার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় ● আমাদের সময়

সংগ্রাম

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সারাদেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত

■ স্টাফ রিপোর্টার

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সারাদেশে বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয়েছে। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ধর্ম-বর্ণের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলা নতুন বছর ১৪৩৩ বরণ করেছে রাজধানীবাসী। এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা অনুষদ আয়োজন করে বর্ণাঢ্য 'বৈশাখী শোভাযাত্রা'।

এবারের শোভাযাত্রার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান'। মঙ্গলবার সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয়। পরে শাহবাগ থানার সামনে থেকে ইউটার্ন নিয়ে রাজু ভাস্কর্য ও টিএসসি প্রাঙ্গণ ডান পাশে রেখে দোয়েল চত্বর হয়ে বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে পুনরায় চারুকলা অনুষদের সামনে এসে শেষ হয়। ফ্যাসিবাদের পতনের পর দ্বিতীয় বর্ষবরণে এবার রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের ঢল নামে। এবারের বাংলা নববর্ষে রমনার বটমূল থেকে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধের ডাক দেয়া হয়। এছাড়াও বর্ষবরণের অনুষ্ঠান থেকে ফিলিস্তিনে গণহত্যার বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা বের হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ৯টা ৩ মিনিটে সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং এর ঠিক তিন মিনিট পরেই বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রাটি বের হয়। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও অংশ নিয়েছেন সংস্কৃতি মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীসহ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শোভাযাত্রা উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সর্বস্তরের মানুষের উপচেপড়া ভিড়ে পুরো এলাকা এক আনন্দঘন জনসমুদ্রে পরিণত হয়। শোভাযাত্রাটি চারুকলা অনুষদের উত্তর গেট থেকে বের হয়ে শাহবাগ থানার সামনে দিয়ে ইউটার্ন নিয়ে রাজু ভাস্কর্য ও টিএসসি হয়ে দোয়েল চত্বর প্রদক্ষিণ করে। এরপর বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে ঘুরে পুনরায় চারুকলা অনুষদে এসে এটি শেষ হয়। নিরাপত্তার ...

ইরান-ইসরাইল যুদ্ধ ও গাজায় হামলা বন্ধের ডাক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

মবমুক্ত পরিবেশে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

মবমুক্ত পরিবেশে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে দেশবাসী উদ্‌যাপন করেছে পয়লা বৈশাখ। আশা ও আহ্বানের মধ্য দিয়ে বরণ করা হয় বাংলা ১৪৩৩-কে। মঙ্গলবার নববর্ষ ঘিরে রাজধানীজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মহানগরের রাস্তাঘাট, পার্ক-উদ্যান-সরোবর, মাঠ-ময়দান, খোলা প্রাঙ্গণ, ঝিল-লেকের পাড় ছিল নানা বয়সের মানুষে পরিপূর্ণ। দিনটি ছিল সরকারি ছুটি। ঘরে-বাইরে উপাদেয় দেশি খাবার ও বেড়ানোর মধ্য দিয়ে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে সর্বস্তরের মানুষ। পান্তা, ইলিশ, খই, বাতাসা, মুড়ি-মুড়কি দিয়ে আতিথেয়তার পাশাপাশি ছিল সংগীত, শোভাযাত্রা, মেলা, প্রদর্শনী, গ্রামীণ খেলাধুলা অনুষ্ঠানের আয়োজন। আলোচনা সভাগুলোতে উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলা এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মবমুক্ত পরিবেশে পয়লা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) হয়, আবহমান বাংলার স্বরূপ ও ঐতিহ্যের ধারক পয়লা বৈশাখ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পয়লা বৈশাখ বাঙালির সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক উৎসব। এদিকে বাহারি রঙের লোকজ নকশার পাঞ্জাবি ও শাড়িতে রমনা পার্ক, ...

যুগান্তর

বর্ষবরণ ১৪৩৩ উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজধানীর শাহবাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজিত বৈশাখী শোভাযাত্রা। জাতীয় পতাকা, মুখোশ ও মোটিফ নিয়ে এতে অংশ নেন সর্বস্তরের মানুষ — যুগান্তর

বর্ণিল আয়োজনে বর্ষবরণ

উৎসবের অবিরাম স্রোতে নতুন দিনের প্রত্যাশা

সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

উৎসবের অবিরাম স্রোতে নতুন দিনের প্রত্যাশা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নয়াদিগন্ত

নববর্ষের উৎসবে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা

● সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

বাংলানববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বৈশাখী শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছেন ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা। ঢাকায় নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হাকন আরাল্ড গুলব্র্যান্ডসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বৈশাখী শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন। সামাজিকমাধ্যমে নিজের ছবি পোস্ট করে সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজ। তিনি বাংলায় শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমি নতুন বছরে সবাইকে অনেক অনেক শুভকামনা জানাই।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেছেন, বাংলাদেশে এটি আমার প্রিয় উৎসবগুলোর একটি। বাংলা নববর্ষের প্রতীক হিসেবে সবাই যে উৎসব, সৃজনশীলতা উদযাপন করে তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সুন্দর রঙ, মোটিফ সবই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক এবং এটি উৎসব এবং উদযাপনের জন্য মানুষকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি যে গুরুত্বপূর্ণ ■ ১৫ পৃ: ৬-এর কলামে

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

আমার দেশ

বাংলা নববর্ষে নিজস্ব সাংস্কৃতিক সাজ ও পোশাকে চারুকলা অনুষদের সামনে আদিবাসী তরুণীরা ◎ আমার দেশ

বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বৈশাখী শোভাযাত্রা ◎ আমার দেশ

The New Nation

A view of 'Baishakhi Shovajatra' in front of the Faculty of Fine Arts of Dhaka University marking the first day of the Bengali New Year 14 on Tuesday. ■ NN photo